তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল,[১] অটল;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী![২] নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর[৩] যাহার,—
শার্দ্দুল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী[৪] স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী
সকলেরি অগম— দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;[৫]
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,[৬]
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে!—
কহ, সতি;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি?
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত?[৭]
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম,[৮] সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি?
কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে?
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধরদল?

---

১. পর্বত। ২. যোগীকুলের ধ্যেয় যে মহাযোগী অর্থাৎ মহাদেব। ৩. শ্রেষ্ঠ পর্বতের ন্যায় বিপুলাকৃতি।
৪. ত্রিলোকে গঙ্গার তিন নাম। স্বর্গে সুরধুনী, মর্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী।
৫. মন্দর পর্বতকে মথন-দণ্ড ও শেষনাগকে মথন-রজ্জু করে দানব ও দেবগণ সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলেছিলেন। কবি দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন বিপুলদেহ মন্দর পর্বতের ন্যায় তাঁর অপার করুণা, দেব-দানবের অপরিসীম বল ও শেষনাগের বিনাশহীন দেহের ন্যায় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন, শব্দ ও বাক্যরূপ সাগর মন্থন করে তিনি অমৃতরূপ কাব্য রচনা করবেন।
৬. স্থাণু অর্থাৎ পর্বত। এখানে ধ্যানমগ্ন অচল অটল মহাযোগী শিব।
৭. রামায়ণের সগর রাজবংশের কাহিনী — অক্ষয় স্বর্গ লাভ কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন কালে পাতালে সগর রাজার ষাটহাজার পুত্র কপিল মুনির কোপে প্রাণ হারিয়েছিল।
৮. বৈজয়ন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। এখানে ইন্দ্রের বাসস্থান—ইন্দ্রপুরী।

গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব, খর্ব্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ!
যার দ্রুত ইরম্মদে,[৯] গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে![১০]
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী[১১] সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী[১২]
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব!
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা!
দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি ;
প্রচণ্ড দিতিজ[১৩] ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী :
মদকল নগদল,[১৪] চঞ্চল সভয়ে,
করভ[১৫] করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন[১৬] শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে!
অব্যর্থ কুলিশে[১৭] ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী[১৮]
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী[১৯] দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ[২০] যেন!
পালাইলা যক্ষনাথ[২১] ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে[২২] বায়ুকুলপতি ;
জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ;[২৩] পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বঅন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল!
হায় রে, যে রতির মৃণাল-ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে

৯. মুহুর্মুহু ঝলকিত বিদ্যুৎ।
১০. মেঘাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল বর্ণময় ইন্দ্রধনু যেন শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভমান।
১১. পুলোমা দৈত্যের কন্যা দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী। ১২. স্বর্গবাহিনী গঙ্গা। ১৩. কশ্যপপত্নী দিতির পুত্র দানবগণ।
১৪. মত্ত হস্তীর তুল্য চঞ্চল ও কম্পমান পাহাড়শ্রেণী।
১৫. হস্তীশাবক। ১৬. পশুহনক। ১৭. বজ্র।
১৮. বজ্রধারণকারী। ১৯. পাশধারী বরুণদেব।
২০. মহাসর্প। ২১. যক্ষরাজ কুবের। ২২. বাহন মৃগের পৃষ্ঠে। ২৩. ময়ূর যার বাহন সেই দেবসেনাপতি।

দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।[২৪]
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।[২৫]
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি!
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে[২৬] চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে![২৭]
যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি[২৮] নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু[২৯]—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি। মহারথী বসিলা একাকী ;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে!
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বতশিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাটে যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে![৩০] শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করী-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে সে এবে!
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান!
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা[৩০(১)]
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।

২৪. মদন ভস্মের পর পত্নী রতির বিলাপ প্রসঙ্গ।
২৫. বাড়বাগ্নির জন্ম-প্রসঙ্গ। ২৬. বজ্রাঘাতে।
২৭. দেবরাজ ইন্দ্রের উড়ন্ত মৈনাক পর্বতের ডানা কেটে দেবার পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
২৮. সমুদ্র। ২৯. জয়শীল—বিজয়ী। ৩০. অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৩০(১). শুভ্রবসন পরিহিতা।

ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে ঊষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে!"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী[৩১] সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি!
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী[৩২]
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা:—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে,
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী,[৩৩] পীবরস্তনী,[৩৪] সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি!
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে!
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি;

৩১. রাত্রিদেবী। ৩২. রানী মৌমাছি। ৩৩. হরিণের ন্যায় চোখ যার। ৩৪. যার স্তনযুগল স্থূল।

মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি?
সে ইন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
ভূধর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা,
আমি দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।”
এত বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
উৎপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিল ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে!
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে!
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে; কিম্বা ত্বিষাম্পতি[৩৫]
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব[৩৬] পদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে!
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব!—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন!
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র; সু-অঞ্চল জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে!
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে![৩৭]
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম, হায়, তুই দুরাচার
সবর্বভুক্? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী![৩৮] চল, ঘনপতি![৩৯]
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে

৩৫. সূর্য। ৩৬. পদ্ম। ৩৭. দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ। ৩৮. স্বর্গের রানী। ৩৯. মেঘশ্রেষ্ঠ।

ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।[৪০]
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারিদিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।[৪১]
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ[৪২]-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা :
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে। বিশাল তরু, ব্রততী[৪৩]-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল। কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল।
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে!
অবিলম্বে শম্বরারি[৪৪]-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।[৪৫]
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের[৪৬] হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু[৪৭]-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—

৪০. রামায়ণে বর্ণিত শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের বিশল্যকরণীযোগে জীবন লাভের প্রসঙ্গ।
৪১. রাধিকা ও কৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ।
৪২. মধু। ৪৩. লতা। ৪৪. শম্বরাসুর হত্যাকারী মদনদেব। ৪৫. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।
৪৬. পুষ্প। ৪৭. মধু থেকে তৈরি মদ্য।

কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-খেলা।
হায় রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
শঙ্কর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
ত্যজিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?[৪৮]—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
নীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু; মৌল—মধুদ্রুম;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী[৪৯]; বদরী[৫০]—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,[৫১]
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস; শল্‌মলী; শাল; তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে!
গুবাক; চালিতা; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার; উর্দ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে!
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মুরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে!
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ![৫২] শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না! আমলকী—বনস্থলী-সখী;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য! আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে!
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে,
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে;
সুপ্ত পীতাম্বর[৫৩]-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে।
চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ[৫৪] উভে; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে;

৪৮. মদনদেব কর্তৃক যোগীশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ প্রসঙ্গ। ৪৯. জটাধারী শিব।
৫০. কুল নামক ফল। ৫১. সুরভিত কদমফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা। ৫২. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ।
৫৩. পীতবর্ণের পোশাকধারী বনমালী। ৫৪. কামদেবের অস্ত্র।

মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে!
কর্ণিকা—কোমল উরে[৫৫] যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ,[৫৬] সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন!
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত!
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে!—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা![৫৭] কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম[৫৮]— তারাময় মালা!
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;[৫৯]
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত,[৬০] নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,[৬১]
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে![৬২] হেরিয়া শচীরে
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে!
শৈলকুল-শত্রু শত্রু,[৬৩] তব প্রাণপতি;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে!"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-

৫৫. বক্ষদেশে। ৫৬. মৌমাছি। ৫৭. লক্ষ্মীদেবী। ৫৮. স্বর্গের পুষ্প পারিজাতগুচ্ছ। ৫৯. সমুদ্র। ৬০. মেঘ।
৬১. পর্বতবাসিনী যুবতী।
৬২. বাংলা শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয়া গানে বর্ণিত দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ।
৬৩. পর্বতকুলের শত্রু ইন্দ্র। উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষচ্ছেদন প্রসঙ্গ।

গণা।[৬৪] সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী,[৬৫] বিরহ-বিধুরা, ধায় রডে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল[৬৬] সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে!
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ব্বদুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে!
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে!
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা!"—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা!
কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,[৬৭]
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ!
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে;[৬৮] গম্ভীর নিনাদে
অটল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয়[৬৯] যথা
সুধানিধি সহ সুধা বহি সযতনে।[৭০]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম প্রথম সর্গ।

৬৪. পদ্মপুষ্পভূষণে সজ্জিতা পর্বতকন্যাগণ। ৬৫. নদী। ৬৬. দেবরাজ ইন্দ্র।
৬৭. দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
৬৮. দেবতাদের আকাশযান। ৬৯. বিনতার পুত্র—গরুড়। ৭০. গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন?[১] যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর[২] তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!

উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময়; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে!
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রত্নের ভাতি;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন[৩]— যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে![৪]

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরভ আরবে;
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে; চমকিল জগত! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে! চলিল বিমান;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজল। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কুশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে

১. দারিদ্র্য, নিঃস্ব। ২. আবির্ভূত হও। ৩. রথ। ৪. রামায়ণে বর্ণিত রাবণবধের শেষে সীতা উদ্ধার প্রসঙ্গ।

সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর[৫]—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি,
স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহিপতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর[৬]— পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে!
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু[৭] তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি[৮] যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ[৯] গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মালোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মালোক কনক-উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু[১০] কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত; তুরগ[১১]—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর!
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শাস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গুরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি![১২] হেন সৈন্যদল,

৫. বহু সংখ্যক নীলপদ্ম। ৬. মহাদেবের। ৭. সূর্য। ৮. বজ্র। ৯. বিপরীত গতিতে বহমান। ১০. মোক্ষলাভে প্রত্যাশী। ১১. দ্রুতগামী অশ্ব। ১২. পক্ষীদের অধিপতি—গরুড়ের বিশেষণ বিশেষ।

অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্মা-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে!

এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে,[১৩] হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা সুমৃদু স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে দেখ বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ সুরেশ্বরি ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায় দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?

এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।

হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে,[১৪] অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিসম অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা
বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয় সাহস-অর্ণব।

আইলেন কৃতান্ত ভীষণ দণ্ড হাতে :
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি ভৈরব-ভালে[১৫] যথা

১৩. বিষ্ণুর রথের পতাকা গরুড় চিহ্নলাঞ্ছিত—পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
১৪. মেঘ বাহন যার—ইন্দ্র। ১৫. মহাদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন।

বৈশ্বানর,[১৬] যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,[১৭]
বিঁধিলা (অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া
ফুলশরে।[১৮] আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি[১৯] সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে!

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে! হায় এ কার্ম্মুক[২০]
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক!"

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোষী ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবিলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত-পানে মোরা,
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই? হায়, নীলকণ্ঠ,[২১] কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?[২২]
জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে?"

এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন!

তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন?—

১৬. অগ্নি। ১৭. মহাদেব। ১৮. মহাদেব কর্তৃক মদনভস্ম প্রসঙ্গ। ১৯। অলকাপুরীর অধিপতি ধনদেবতা কুবের।
২০. ধনুক। ২১. কণ্ঠ যার নীল—মহাদেব। ২২. সমুদ্রমন্থন ও মহাদেবের বিষপানের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

কেন, হে ত্রিদশগণ,[২৩] কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
তরী ; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা!

তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা,[২৪] সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা ঊষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশি,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;[২৫]—
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে, ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি,
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেহ হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?"

এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
"সম্বর, অম্বরচর,[২৬] বৃথা রোষ আজি!
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ[২৭] কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি[২৮] পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে

২৩. ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যারা দেখতে পান বা জানেন—দেবতা। ২৪. কার্ত্তিকেয়র জন্ম সম্পর্কিত পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ২৫. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ। ২৬. আকাশমার্গে চলাচলকারী।
২৭. প্রস্তরময় বাঁধ। ২৮. বিষ্ণুর নাভিপদ্ম যার যোনি বা উৎপত্তিস্থল—ব্রহ্মা।

দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির[২৯] বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা,[৩০] কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে![৩১]
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনী,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! হে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?"

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ!
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে!"

এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি

২৯. প্রজাপতি ব্রহ্মা। ৩০. জলাধিপতি বরুণদেব।
৩১. রূপার ন্যায় শুভ্রবর্ণের বাহু।

ব্রজপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর ; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে রাজ ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর!
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর ভাষিণী[৩২] ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি ; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী!
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে![৩৩]

৩২. ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, সুবচনী—বঙ্গদেশের একান্ত লৌকিক দেবী। কবি পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে ও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ৩৩. পদ্মবনে—রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।

আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম[৩৪]
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যাধরী দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে !
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন[৩৫]
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল।[৩৬] শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।।[৩৭]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরীতোরণ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ[১] সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরন্ময়, মৃদগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতাময়। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া ! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর ! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী ! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,

৩৪. বিদ্যুতালোক। ৩৫. মহর্ষি গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র মুনি। ৩৬. ইন্দ্রের প্ররোচনায় মেনকা কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের প্রসঙ্গ। ৩৭. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।
১. দেবরাজ ইন্দ্র।

কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা[১] (১)
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর ! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুখে,
গরলকণ্ঠ !—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে !

হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে ! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণপুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।

এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি !
"হে মাতঃ"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুষনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,[২]
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"—

শুনি বাসরের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?"
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা।

১ (১). জল যার অমৃতের তুল্য। ২. মোক্ষদায়িনী।

চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে!
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী!
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে[৩] বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ জগত-পিতঃ, দেব সনাতন
দয়াসিন্ধু! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি,[৪] অযোনি আপনি,
জগদন্ত[৫] নিরন্তক,[৬] জগতের আদি
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন?"
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল!
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে!
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্রমোদে মোদিল[৭] বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া!
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,

৩. শ্বেতপদ্ম। ৪. বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা। ৫. সৃজনকর্তা হিসেবে বিশ্বের অন্ত ও ব্রহ্মার মধ্যে। ৬. যার শেষ নেই বা বিনাশ নেই—ব্রহ্মা। ৭. আনন্দে প্রফুল্লিত।

প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথা বিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃদুমন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ!
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে!"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ?
বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"—
উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন[৮] শচীপতি।"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদু স্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব

৮. নমুচি নামক দৈত্য হত্যাকারী—ইন্দ্র।

পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বাঁধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু!"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ; লোভে পাপ; পাপ-নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী[৯]
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে!
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
শস্ত্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি;
যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিক্ষাসহ, জলদলপতি।"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে!
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে?
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ;[১০]—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক[১১] রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি[১২]
বিশ্বনাশী পাশুপত[১৩] ছাড়েন হুঙ্কারে।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,

৯. রত্ন ধারণকারিণী। ১০. অতি দ্রুত যার গতি। ১১. শিবের ধনুক। ১২. মহাদেব।
১৩. বিশ্বসংহারকারী অস্ত্র পাশুপত যিনি ধারণ করেন তিনি পশুপতি—শিব।

ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে!
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি!

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন,[১৪] বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী[১৫]
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,[১৬]—সুধা-অভিলাষী!
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা ; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;[১৭]—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি,[১৮] চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।[১৯]
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে!
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই যে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।

হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে

১৪. পবনদেব। ১৫. রোহিণীর (নক্ষত্র) স্বামী চন্দ্র। ১৬. গরুড়পক্ষী। ১৭. কবি এখানে বায়ু ও সমুদ্রের মধ্যে শত্রুসম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। ১৮. পুরাণে উল্লিখিত সপ্ত সমুদ্র প্রসঙ্গ। ১৯. যমপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বেগবান বায়ুর উল্লেখ।

উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
জন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
দামিতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
বর্ণময়। প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।[২০]
কাহি সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
রূপ রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
লাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুন্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
সমাদরে বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা দেব, ছিন্ন-তার, খেদে!
এই দেখ সুমেখলা[২১] দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার!
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে
উরজ[২২]-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ[২৩]
মজে গো আপনি! এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ!
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা!
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ[২৪]—!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,

২০. বিশ্বকর্মার কর্মশালায় অগ্নি। ২১. মনোরম কটিভূষণে সজ্জিতা। ২২. স্তন। ২৩. বামদেব। ২৪. বিপদ অর্থে পরমাদ শব্দের কাব্যরূপ।

পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পী গুণি!
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পী! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আঁছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিলা কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে

গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া!
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পীবর রাগিলা সুতনু!
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পী-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!
হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ;—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে!
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাধে![২৫]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসের করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি!
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ,[১] তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু

২৫. দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১. মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমন প্রসঙ্গ।

নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে!
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে!
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে!
মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল![২] শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট: অশেষ দেহ শেষের যেমনি!
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক[৩] তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্! কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্বহ[৪] যাহে নীরোগী হইলা)[৫]—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিল বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিলা সে গহন বনে!—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযুথ, মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
পাঞ্চজন্য[৬]-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে,[৭] সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে!" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি :—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ; "হে সুরদল. ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি!
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী!
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে : লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে

২. অগস্ত্য মুনি ও বিন্ধ্যপর্বত সম্পর্কিত পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৩. বর্ম। ৪. যজ্ঞের হবিঃ বহন করেন যিনি — অগ্নিদেব। ৫. মহাভারতে বর্ণিত অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন দাহন প্রসঙ্গ। ৬. পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থিদ্বারা নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। ৭. নারায়ণের বামনাবতার সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী।

মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়ব্যূহ[৮]
মিশাইলা হ্রেষারব[৯] সে রবের সহ।
শুন সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল[১০]-আভা,
হবির্ব্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত!"

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস? সে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চরতপোবনবাসী! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।'

সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদে ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত?"

উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দ্বৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে,[১১] তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল।[১২] তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"

হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"

"তবে যদি,"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।

৮. অশ্বদ্বারা নির্মিত ব্যূহ। ৯. অশ্বের রব। কবি হ্রেষারবকে বরাবর হেষারব লিখেছেন। ১০. তরবারি।
১১. বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারে দানবরাজ হিরণ্যকশিপু বিনাশের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১২. পক্ষযুক্ত পর্বত অর্থাৎ মৈনাক।

কাম্যবনে সৈন সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ[১৩] সহ মীনধ্বজ রথে.
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ, মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
সিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়![১৪] বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত[১৫] তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু মন্দ রবে

১৩. কামদেব। ১৪. মহাদেব। ১৫. সামনের বা পাশের কেশগুচ্ছের প্রান্তভাগ।

পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে![১৬] "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নামাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে!
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে!"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী![১৭]
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ বদন হাসিলা!—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।[১৮]—
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপড়ি,
হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—

১৬. বিহ্বলভাবে। ১৭. রঘুপতি রামচন্দ্রকে যিনি আনন্দ দান করতেন—সীতা। রামায়ণে বর্ণিত সীতা রামের দণ্ডক কাননে বাস প্রসঙ্গ। ১৮. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ।

যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল[১৯]
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্‌গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যার সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড়।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে!

কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র[২০]-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! বসে দোঁহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে!
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নবস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর[২১], বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে!
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী বাঁশী
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা!
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম!
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"

মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি!
"হে দানব," আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,[২২]
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,[২৩]
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী

১৯. পৌরাণিক বিশ্বাস মতে সুবৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী তিমিকেও যে প্রাণী গিলে খায়। ২০. অগ্নি অথবা সূর্য।
২১. স্বর্গপুরী। ২২. দেবতাদের যারা মর্দন অর্থাৎ পরাজিত করেছে—দানব। ২৩. দনুর পুত্র—দৈত্য বা দানব।

দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-
পুরী[২৪] উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ[২৫] সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে![২৬]
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যেথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে!
বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী! কমল-করে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে![২৭]
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে!
"কি আশ্চর্য্য! দেখ, ভাই", কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ!
দেবীর চরণ-পদ্ম-সম্ভে[২৮] যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।[২৯]
জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"

২৪. মৌচাক। ২৫. স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার যুগল। এঁরা যমজ দেবতা। ২৬. রামায়ণে বর্ণিত রাবণভগ্নী সূর্পনখার রামলক্ষ্মণকে প্রণয় নিবেদন প্রসঙ্গ। ২৭. মহাভারতের মহাবীর কর্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। ২৮. আবাস, গৃহ। পদ্মরূপ চরণের আশ্রয়ে। ২৯. উর্মিলার পতি লক্ষ্মণ—রামায়ণের রামলক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ।

যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"
"কি কহিলি, পামর ?[৩০] অধর্ম্মচারী আমি ?
কুলাঙ্গার ? ধিক্ তোরে, ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি ! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর !"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত !
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে !
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
"কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে ![৩১]
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !'
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি !
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে ! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু !
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ[৩২] জীমূত যেমতি

৩০. নরাধম, হীনজন। ৩১. মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের মৃত্যুকাহিনী প্রসঙ্গ। ৩১. সৈন্যবাহিনী—এক অক্ষৌহিণীর ত্রিশভাগের এক ভাগ পরিমাণ। (এক অক্ষৌহিণী = ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭ , মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী)।

শঙ্খ সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি![৩৩]
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল। মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
ঘুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপী বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর[৩৪]—গম্ভীর বচনে ;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে!
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে!"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মালোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো
নাম চতুর্থ সর্গ।

৩৩. সৃষ্টি লয়কালে মহাকালরূপী মহাদেবের হস্তস্থিত শিঙ্গার ঘোর রব। ৩৪. দেবরাজ ইন্দ্র।